গাংনীতে পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার মানবেতর জীবন

চোখের আলো না থাকলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গৃহবধু পারেছা খাতুন। নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হাল ছাড়েননি সংসারের। মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বামী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম। অভাব অনটন কুরে কুরে খেলেও আজো তার কপালে জোটেনি সরকারী কোন সহযোগিতা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাবলম্বীদের খোঁজ খবর রাখলেও এ প্রতিবন্ধী পরিবারের কোন খোঁজ রাখেন না তারা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামী, মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বৃদ্ধ অন্ধ মা, রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামী শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে সে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত জীবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারেছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না-বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামী স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েক জন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তার।

সংসারের হালধরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা জানায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগীতার ছিটে ফোটাও পাইনি। জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান মেম্বাররাও খোঁজ নেইনি এপর্যন্ত। সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

প্রতিবেশি কোহিনুর বেগম জানান, পারেছা নিজে অন্ধ হয়ে গোটা সংসারটি যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা একজন স্বচ্ছল মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। অনেকের সংসারে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকলেও পারেছার সংসারে অভাব থাকলেও আছে গভীর ভালবাসা।

আর এক প্রতিবেশী শাহিন আলম জানান, করোনা ভাইসারে দুযোর্গকালীণ মুহুর্তেও তাদেরকে কেউ সহযোগীতা করেনি। সরকারি সহযোগীতার অনেক গল্প শুনলেও এমন একটি অসহায় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাইনি ইউপি মেম্বর কিংবা চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর সহযোগীতায় এ পর্যন্ত তারা টিকে আছে। তবে তাদের মত একটি পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর দেবার দাবী এ প্রতিবেশীর।

উদ্যোগী যুবক সোহেল রানা বাবু করোনাকালীণ সময়ে গরীবদের সহযোগিতা করার সময় এই পরিবারটি চোখে পড়ে। সেসময় এদের ঘরটি ঠিকঠাক করে কোনরকম বসবাসের উপযোগী করা হয়। স্থানীয় লোকজন যারা প্রবাসে কর্মরত তাদের কাজ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ পরিবারটির স্থায়ী একটা সমাধান প্রয়োজন বলে জানালেন এই উদ্যোগী যুবক।

স্থানীয ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামীতে পরিবারটির জন্য চেষ্টা করা হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, অফিস থেকে ইতোমধ্যে খোঁজ খবর নেয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে অফিসে আসতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালিকা দেয়া হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি পরিবারটি সম্পর্কে জানতেন না। মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে এখন জানলেন। সরকারী ভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

ওয়ার্ড বাসীর প্রতি সদস্য প্রার্থী জাকির হোসেনের আবেদন

৮নং ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডবাসী আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। অত্যান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলিতে চাই। উক্ত ওয়ার্ডে আগামী ২০ শে অক্টোবর উপ-নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই উপ-নির্বাচনে আমি আপনাদের দোয়া প্রার্থী। উক্ত নির্বাচনে আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিবেন। আগামী ২০ অক্টোবর ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদে উপনির্বাচনে আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাই। যাহাতে আমি আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকতে পারি।

প্রিয় ওয়ার্ডবাসী আপনারা জানেন, এই ওয়ার্ডের আমার পিতা মৃত জাফর আলী প্রায় ৩ যুগ সুখে দুঃখে আপনাদের পাশে ছিলেন। হঠাৎ মহান সৃষ্টি কর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের কে চিরদিনের জন্য এতিম করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ আমার পিতার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তিনাকে যেন জান্নাত বাসী করেন।

আমি আমার বাবার দেখানো পথে ওয়ার্ডবাসীর সেবা করতে চাই। সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকতে চাই।

প্রিয় ভোটার, নির্বাচনে আমি বিজয়ী হলে আমি আমার বাবার রেখে যাওয়া কাজ গুলো শেষ করতে চাই। সেই সাথে আমার ওয়ার্ডের সকল সমস্যা সমাধান করে আধুনিকায়ন করতে চায়।

প্রশাসনের কাছে আবেদন, স্থানীয় প্রশাসন সহ প্রশাসনের সর্ব মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আগামী ২০ অক্টোবরে উপনির্বাচনে আমার সমর্থকরা ও ভোটার রা যাহাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে এবং তাহাদের ভোটধিকার প্রদান করিতে পারে সে বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমার প্রতিপক্ষরা সব সময় আমার ভোটারদের বিভিন্ন হুমকি ধামকি প্রদান করছে। যাহাতে তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে সে বিষয়ে

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও এক জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী উপজেলার।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২০ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১৯ জনের। আর পজেটিভ আসে ১ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪২৯৪ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৩৪ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫১ জন। বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২০ জন । এদের মধ্যে সদরে ৪ জন, মুজিবনগরে ১৩ জন এবং গাংনীতে ৩ জন। সুস্থ হয়েছেন সুস্থ্য= ৫৪৭ জন। এদের মধ্যে সদর ২৮৮, গাংনী ২০৪, মুজিবনগর ৫৫।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন গাংনী উপজেলার বাওট গোরস্থান পাড়ার মিনারুল ইসলাম (৪০)।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ বাপ্পি মিয়া (৩১) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ডিগ্রী কলেজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক বাপ্পি মিয়া কুষ্টিয়া মজমপুরের ইচাহাক হক এর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই অজয় কুমার কুন্ডু এএসআই জসিম উদ্দিন ও এএসআই মাহাতাব উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক বাপ্পি মিয়ার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

“দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুশাসন নিশ্চিত করবে টেকসই উন্নয়ন” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলাম এবং স্থানীয় সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

গাংনীতে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন আল্লাহর দল’র দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গত শনিবার বিকাল ৫ টায় পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া বাজার থেকে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব ১২ এর সদস্যরা।

র্যাব জানায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের মজিরুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৪) ও একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে পাপন মোল্লা (২৭) গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ এর অধিনায়ক লে: কর্ণেল মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম (পিএসসি) এবং সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান এর নেতৃত্বে র্যাব সদস্যরা তাদের গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ০৩টি উগ্রবাদী জিহাদী বই, ১১ টি জিহাদী লিফলেট উদ্ধার করা হয়।

সদর কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, (মিডিয়া অফিসার) সহকারী পুলিশ সুপার মো: এরশাদুর রহমান জানান,গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন যাবত মেহেরপুর জেলায় সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন “আল্লাহর দল” এর কাজের সাথে লিপ্ত আছে। তারা নতুন সদস্য সংগ্রহ, তাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও নিয়মিত চাদাঁ প্রদান করে থাকে।

তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) এর (ই), (ঈ) ১০/১২/১৩ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত আলামতসহ তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে কেককাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব। এসময় বক্তব্য রাখেন জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মতিয়ার রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জুরুল ইসলাম স্বপন, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু।

এসময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুপ্রেরণার সহ-সভাপতি রেজবানুল নুল কাদির, মতিউর রহমান, এম এ লিংকন, এম এন পাভেল, মিনারুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম কবি, জাহিদ মাহমুদ সহ অনুপ্রেরণা ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাবের সদস্যবৃন্দ জানান, অনুপ্রেরণা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সংগঠনের কর্মীরা অসুস্থ মানুষকে রক্ত দেয়া, করোনা দূর্যোগে অসহায় পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দেয়া সহ বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

এ সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন অনুপ্রেরণা সংগঠনের সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালিব সহ সদস্য বৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে।

সাবেক ইউপি সদস্য বাবুল জানান, একরামুলের কাছে থেকে ২৬ লক্ষ টাকা নিয়ে সার না দিয়ে যে প্রতারণা করেছে নুরুজ্জামান ।

মৃত আক্তাব উদ্দীনের ছেলে আমিরুল জানান, সার ব্যবসায়ী একরামুল হক একজন সহজ সরল মানুষ তাকে সার দেবো বলে ২৬ লক্ষ টাকা নিয়ে যে প্রতারণা করেছে নুরুজ্জামান এটা কোন সভ্য মানুষের কাজ হতে পারে না।

মামলার বাদী একরামুল হক জানান, প্রতারক নুরুজ্জামান আমাকে প্রতারণা করে অর্থনৈতিক ভাবে সর্ব শান্ত করে দিয়েছে। আমি বিজ্ঞ আদালতের কাছে আবেদন করিতেছি যাহাতে আমি ন্যায় বিচার পায় সে দিকে সু-দৃষ্টি দিবেন।

বাবার মতো জনগণের সেবক হতে চাই- মনিরুল ইসলাম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক পর্ব। এ পর্বে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো:

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

মনিরুজ্জামান মনি: আপনারা জানেন, আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি। জনগণ আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে

এই চেয়ার আমাকে উপহার দিয়েছে এবং আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে গেছেন। তার মুখের দিকে চেয়েও আমাকে জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে। তাই জনগণের কাছে আমি ও আমার পরিবার কৃতজ্ঞ। তাই জনগণ যদি আবারও চাই, আর ভোট যদি সুষ্ঠ হয় তাহলে আবার নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্। তবে নির্বাচনী প্রচারনার কাজ এখনো শুরু করিনি করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বিএনপি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না?

মনিরুজ্জামান মনি: কোন নির্দেশনা আসে নি। তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে। তবে ভোট যদি সুষ্ঠ হয় এবং জনগণ কে যদি তাদের ভোট দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় তাহলে আবারো চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ্।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জনগণ কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

মনিরুজ্জামান মনি: আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা ঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা-স্কুল, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, থেকে শুরু করে করোনাকালিন সময় ১০ কেজি, ১৫ কেজি, ৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধসহ সকল প্রকার সহযোগীতা অসহায় মানুষের দারে দারে পৌঁছে দিয়েছি। আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই স্বল্প সেই সল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তষ্ট রাখার চেষ্টা করেছি। এবং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান স্থান গুলোতে স্ট্রিট লাইটের ব্যাবস্থা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপি’র কাছে থেকে নোমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগণের ভালোবাসা আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমিনেশন দিবে। নোমিনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগণ আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

এ ক্ষেত্রে দল আমাকেই মুল্যায়ন করবেন বলে মনে করি। আমি এই ৫ বছরে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং সবাই আমাকে সন্তানের মতো দেখেন,

আমিও তাদের সম্মান করি, আমি সব সময় বিপদে আপদে তাদের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

মনিরুজ্জামান মনি: আমি আমার বাবার দেখানো পথেই জনগণের সেবক হয়ে তাদের পাশে থাকতে চাই। আমার ষোলটাকা ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে শিক্ষাখাতে উন্নয়ন করতে চাই। মানুষের বন্ধু হয়ে পাশে আছি এবং সব সময় তাদের পাশে থেকে সেবা করতে চাই।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল করার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের জমি জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ উঠেছে হিন্দা গ্রামের রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেব জানান,তার স্ত্রী রশিদা খাতুনের নামে ২০ শতক জমি ছিলো। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ৩ ছেলে ও আমি সমান ভাবে ৫ শতক করে ভাগ করে নেয়া হয়। কিছুদিন আগে বড় ছেলে মাসুদ রানা তার ভাগের ৫ শতক জমি একই গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে রবিউল ইসলামের কাছে জমি বিক্রি করে দেয়। গত কয়েকদিন পূর্বে রবিউল তার ইচ্ছামত জমি সিমানা প্রাচীর তৈরি শুরু করে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান উভয় পক্ষকে শান্ত থেকে বসে উভয় পক্ষকে সমাধান করার তাগিদ দেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে জোর পূর্বক তাদের ইচ্ছামত জমিতে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে। বাধা দিতে গেলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। রবিউল ইসলাম প্রভাবশালী হওয়ার কারনে যে কোন হামলা হতে পারে একারনে বর্তমানে আমরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আতংকের মধ্যে রয়েছি। বিষয়টি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের

হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেবের ছেলে মেহেদি হাসান জানান,২০ শতক জমি সকলেই সমান করে নিতে হবে। কিন্তু রবিউল ইসলাম ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তার ইচ্ছেমত জমি দখল নিয়ে সিমানা প্রাচীর দিচ্ছে।

এ বিষয়ে রবিউল ইসলামের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।